এবার "এক-সিকির" খেলা

শীতলক্ষা শিল্পাঙ্গনে তখন আমাদের সুনাম সর্বত্রই আবার ছড়িয়ে পড়ছিল। ফলে প্রতিদিনই কোনো না কোনো মিল-কারখানা থেকে শ্রমিকদের ভীড় আমাদের নিকট। ভোর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আমরা বেরিয়ে পড়তাম। ফিরতে প্রতিদিনই রাত্রি ১১টা-১২টা। কমরেড হাবীব, ননী, জামীল, শফি হোসেন খান প্রভৃতি সহকর্মীদের উপর কাজের ভীষণ চাপ। তারা আমার কাছে প্রস্তাব দিলেন নারায়ণগঞ্জে আমার বাসা নেয়ার জন্য। আদমজীর শ্রমিকরাও পুনরায় যাতায়াত শুরু করেছিলেন দলে দলে। বিশেষ করে আদমজীর দাঙ্গার মামলা চলছিল তখনো আদালতে। কাজেই বাঙালী-অবাঙালী শ্রমিকরা যৌথভাবে আসত আমার বাসায়। তাদের আশা ছিল আমি হস্তক্ষেপ করলে হয়ত একটা কিছু মিমাংসা হয়ে যাবে। এডভোকেট আলী আমজাদ খাঁ সম্ভবত ছিলেন প্রশাসনিক সাইডে। আমি একদিন বিহারী শ্রমিকদের কয়েকজনসহ গিয়েছিলাম তাঁর বাসায়। তাঁর মুখে শুনেছিলাম, জেনারেল ম্যানেজার করীম তাদেরকে অনুরোধ করেছিলেন: "কোই সুরৎ সে খয়রদী কো বাঁচা দো"। খয়রদী ছিলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বা অনুরূপ কিছু। দাঙ্গার ব্যাপারে তার হাত ছিল বলে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল। এই সমগ্র ব্যাপার নিয়ে আমি আবার আদমজী শ্রমিকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। এই খবর যথারীতি মন্ত্রীর কানে পৌছাতে দেরি হল না। আমি পুনরায় আদমজীতে জেঁকে বসি এটা মন্ত্রী মহোদয়ের কাম্য ছিল না। কাজেই তিনি এক চাল চাললেন। ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে তিনি গোপনে পরামর্শ করলেন। ৪০-এর দশকে ফজলুল কাদের চৌধুরী শেখ মুজীবের 'আদর্শ-নেতা'। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে ফজলুল কাদের চৌধুরী মুসলীম লীগের নমিনেশন না-পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে শেখ মুজীব তাকে নিয়ে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের এক মিছিল বের করেছিলেন মুসলীম লীগ পার্লামেন্টারী কমিটির বিরুদ্ধে। সেই স্মৃতি তখনো বোধ হয় তার মন থেকে মুছে যায়নি। কাজেই ফজলুল কাদের চৌধুরীকে দিয়েই আদমজীতে

মন্ত্রী সভায় রদবদল

কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী ঢাকা আসলেন। কেন্দ্রে এবং প্রদেশে একযোগে ক্ষমতাশীন হওয়ার ফলে এবং দলের সাধারণ সম্পাদক মন্ত্রীপদ গ্রহণ করায় সংগঠনের কাজ ব্যহত হচ্ছিল। কাজেই জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব করলেন একই ব্যক্তির পক্ষে দলের সাধারণ সম্পাদক এবং মন্ত্রীপদ দখলে রাখা সমীচিন হবে না; যে কোনো একটা রাখতে হবে। মাওলানা ভাসানীও একই অভিমত ব্যক্ত করলেন। কাজেই শেখ মুজীব সাহেবকে মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে থাকার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হল। বাণিজ্য-শ্রম-শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বর্তাল নতুন মন্ত্রীর ওপর। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী লোক হিসেবে ছিলেন অমায়িক এবং কিছুটা উদারচেতা। পাবনা জেলায় আমাদের পার্টির সাথে তার ছিল ভালো সম্পর্ক। কমরেড আবদুল মতীন এবং পাবনার কমরেডগণ এসে আমাকে ধরেছিলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে মন্ত্রী করতে হবে। জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং ভাসানীও তাকে ভালো জানতেন। কাজেই তাঁর মন্ত্রীত্ব লাভ সহজ হয়েছিল। এবার দপ্তর পাল্টিয়ে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে সি.এল.আই. দপ্তর দেয়া হল।

মন্ত্রীর দায়িত্ব হাতে পেয়ে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী উপলব্ধি করতে পারলেন যে শেখ মুজীব সাহেব আদমজীতে খাল কেটে কুমীর ঢুকিয়েছিলেন। বাঙালী-বিহারী মিলিত বিশাল শ্রমিক বাহিনী—প্রায় ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। নানা মতের নানা পথের এসব লোককে সামাল দেয়া ছিল প্রাণান্তকর কাজ। বিশেষ

একদিন দুপুরে খেতে বসেছি এমন সময় টেলিফোন আসল শ্রমমন্ত্রীর দপ্তর থেকে। স্বয়ং মন্ত্রী নিজেই ফোনে কথা বললেন। জরুরি আলাপ। আজগর আলী শাহ সহ আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। আজগর আলী শাহ শ্রম দপ্তরের সচিব তখন। আমার সাথে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সম্পর্ক। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে গেলাম সচিবালয়ে। আলাপে বুঝতে পারলাম সেক্রেটারীর পরামর্শেই আমাকে ডেকেছেন মন্ত্রী সাহেব। বললেন: ফজলুল কাদের চৌধুরী আদমজীতে খুব গোলমাল সৃষ্টি করছেন। এর প্রতিকার কি করা যায়? আমি তো জানতাম শেখ মুজীব যখন ফজলুল কাদের চৌধুরীকে আদমজীতে ঢুকিয়েছিলেন তখন ঐ পরামর্শ আজগর আলী শাহই দিয়েছিলেন। শাহ সাহেব ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন খুবই ভালো লোক এবং একজন দক্ষ প্রশাসক। যে কোনো লোককে ভালো বলে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যতক্ষণ পর্যন্ত কাজের মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তি ভিন্ন কিছু প্রমাণিত না হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাকে সন্দেহ করতেন না। ফজলুল কাদের চৌধুরীকেও তিনি ভালো জানতেন। কিন্তু রাজনীতিগতভাবে তিনি ছিলেন জনাব সোহরাওয়ার্দীর কড়া সমর্থক। সুতরাং ফজলুল কাদের চৌধুরী জনাব সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করুন এটা তিনি সমর্থন করতেন না। আমি একটু খোচা দিয়েই সেদিন বলেছিলাম, আদমজীতে ফজলুল কাদের চৌধুরী কিভাবে ঢুকেছিলেন সেটা তো শাহ সাহেব ভালোভাবেই জানেন। আমার কথার ইঙ্গিতটা সম্ভবত শাহ সাহেব বুঝে উঠতে পারেননি। তিনি একটু তোতলা ছিলেন। আমার কথার ওপর "What? What Mr. Toha?" বলে তার কথা শেষ করার পূর্বেই আমি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললাম, I knew before hand that Mr. Fazlul Qader Chowdhury will cookup troubles for us. So let me think over it, and I shall let you know what we can do about Adamjee. মন্ত্রী ভাবগদগদ হয়ে বলেছিলেন: তোহা ভাই আপনি চেষ্টা করলে একটা কিছু করতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি বিদায় নিয়েছিলাম।